E-CONTENT PREPARED BY

Sri/Smt/Dr. SUDIPTA BHAKAT

Assistant Professor/~~Associate Professor~~/~~Professor~~

Department of SANSKRIT

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A./ ~~B.Sc./B.Com.~~ Honours/Programme/~~M.Sc.~~ (Semester-____) in __________________________

____

Name of Course: 3rd Semester B.A (Hons.)

Topic of the E-Content : কারক :

"ক্রিয়ান্বয়ী কারকম্" – বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। "কর্তাকর্মচকরণসম্প্রদানম্ তথৈব চ অপাদানাধিকরণে ইত্যাহুঃ কারকানি ষট্"।

কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ ভেদে কারক ছয়প্রকার।

কারক	বিভক্তি	উদাহরণ
কর্তা	**প্রথমা**	**রামঃ গচ্ছতি**
কর্ম	**দ্বিতীয়া**	**বালকঃ বিদ্যালয়ং গচ্ছতি**
করণ	**তৃতীয়া**	**রামঃ হস্তেন খাদতি**
সম্প্রদানম্	**চতুর্থী**	**সঃ দরিদ্রায় ধনং যচ্ছতি**
অপাদানম্	**পঞ্চমী**	**বৃক্ষাৎ পত্রং পততি**
অধিকরণ	**সপ্তমী**	**মাতা গৃহে তিষ্ঠতি**

কর্তাকারক

কর্তা কারক – "স্বতন্ত্রঃ কর্তা" – এই সূত্রানুসারে যে নিজে ক্রিয়া সম্পাদান করে, তাকে কর্তৃ কারক বলে।

"প্রাতিপ্রদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচমাত্রে প্রথমা" (২।৩।৪৬)

এই সূত্রানুসারে ১) প্রাতিপদিকার্থমাত্রে ২) লিঙ্গমাত্রের আধিক্যে ৩) পরিমাণমাত্রে এবং ৪) বচন অর্থাৎ সংখ্যা বুঝালে প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা – 'নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ' অর্থাৎ যে শব্ব উচ্চারণ করলে যে অর্থ স্বভাবতঃ প্রতিতি হয়, সেটিই শব্বের মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ, তাকেই প্রাতিপদিকার্থ বলে। যার উচ্চারণে নিয়তই অর্থ উপস্থিত হয়, তাই প্রতিপাদক। এই প্রতিপাদকার্থে বা শব্বের মুখ্যার্থে বুঝাতে হলে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন - শ্রীঃ, কৃষ্ণঃ।

২) "লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমা" – একলিঙ্গক ও অলিঙ্গকশব্দের উত্তর প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হয়।

যেমন – তটঃতটী, তটম্, দৈবতম্ দৈবতঃ পদ্মং পদ্মঃ প্রত্যেক পদে লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমা হল।

৩) "পরিমাণাধিক্যে প্রথমা" – লিঙ্গাধিক্য না হয়ে যদি পরিমাণার্থে অধিক হয়, তাহলে প্রথমা হবে। যেমন – দ্রোণঃ, এখানে দ্রোণ একটি পরিমাণ বিশেষ তাই তার উত্তর প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হয়েছে।

৪) "বচনমাত্রাধিক্যে প্রথমা" – বচন শব্দ সংখ্যা বোঝায়; তাই সংখ্যাধিক্যে প্রথমা হয়। যথ এক দ্বি ত্রি বহু প্রভৃতি সংখ্যা বাচকের উত্তর প্রথমা প্রয়োগের জন্য এই সূত্র।

"সম্বোধনে চ" (২।৩।৪৭) – সম্বোধনাধিক্যেও প্রথমা হয়।যথা – মাতঃ ভিক্ষাং দেহি।

কর্মকারক

কর্ম কারক – "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" (১।৪।৪৯) কর্তুঃ ক্রিয়য়া আপ্তুমিষ্টতমং কারকং স্যাৎ।

নিজ ক্রিয়া দ্বার ব্যাপ্ত অর্থাৎ সম্বন্ধ করবার জন্য যা কর্তার সর্বাপেক্ষা ঈপ্সিততম তা কর্মকারক হয়। যথা – ওদনং ভুঙ্ক্তে দেবদত্তঃ।

"অনভিহিতে" (২।৩।১) - এটি অধিকার সূত্র। বিভক্তির দ্বারা কেবল সংখ্যা বুঝালে, অনভিহিতে কর্মণি দ্বিতীয়া হয়, এই সূত্রের অর্থ " অনভিহিতে কর্মণি যৎ একত্বং তত্র দ্বিতীয়ারা একবচনম্ অম্"। যেমন – কটং করোতি এখানে অনভিহিতে কর্ম যে কট তাতে যে একত্ব সংখ্যা তা বোঝাবার জন্য অম্ হয়েছে।

"কর্মণি দ্বিতীয়া" (২।৩।২) – অনভিহিতে কর্মে দ্বিতীয়া হয়। তিঙাদি দ্বরা কর্ম উক্ত না হলে সেই কর্ম দ্বিতীয়া দ্বারা ব্যক্ত হয়, এই জন্য এই সূত্র। যথা – হরিং ভজতি । এখানে ভজতি এই তিঙন্ত দ্বারা কর্তা উক্ত হয়েছে, কর্ম উক্ত হয়নি অতএব কর্মে দ্বিতীয়া হয়েছে।

"তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্" (১।৪।৫০) - ঈপ্সিত- তম্-বৎ যে ক্রিয়া তারসঙ্গে যার যোগ এমন যে অনীপ্সিত তা কর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন- গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং স্পৃশতি।

“অকথিতং চ” (১।৪।৫১) – এই সূত্রে অর্থ হল অপাদান কারক যদি অপাদানাদি রূপে কথিত না হয় তবে কর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন – গাং পয়োদোগ্ধি, এখানে গো অপাদান হলেও অপাদান রূপে অকথিত হওয়াতে কর্ম হল, অর্থাৎ গোঃ পয়োদোগ্ধি(অপাদান বিবক্ষায়) না হয়ে কর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত গাং পয়দোগ্ধি হল।

“কর্মপ্রবচনীয়াঃ” (১।৪।৮৩) – অত্র কর্ম শব্দ ক্রিয়াবাচী। কর্ম ক্রিয়াং প্রোক্তবন্তঃ কর্মপ্রবচনীয়াঃ। বহুলকাং ভূতে কর্ত্তরি অনীয়র্। অতীতকালেহয়মভূৎ ইতুক্তেঃ বর্তমানে স ন ভবতি ইতি অবগম্যতে। এটি একটি অধিকার সূত্র। এই সূত্রে বলা হয়েছে যে যারা পূর্বে কোনো ক্রিয়ার দ্যোতনা করত কিন্তু সম্প্রতি কোনো ক্রিয়ার দ্যোতনা করে না, তবে ক্রিয়ানিরূপিত সম্বন্ধ-বিশেষের দ্যোতনা করে তারা কর্মপ্রবচনীয়। যেমন – ‘জপমনু প্রাবর্ষৎ’ এখানে অনু এই কর্মপ্রবচনীয় যোগে ‘জপম্’ দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয়েছে।

“কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া” (২।৩।৮) – কর্মপ্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া হয়। যেমন – ‘জপমনু প্রাবর্ষৎ’ ইত্যত্র অনুনা ন ক্রিয়াবিশেষা দ্যোত্যতে, কিন্তু জপবর্ষণয়োঃ কশ্চিৎ সম্বন্ধবিশেষো বিদ্যতে স চ অনুঃ।অর্থাৎ বর্ষণ ক্রিয়ার হেতু হয়েছে জপং, এই জপরূপ হেতুই এখানে বর্ষণের লক্ষণ।ঐ লক্ষণ অনুদ্বারা দ্যোতিত হয়েছে তাই অনু কর্মপ্রবচনীয় হয়েছে, এবং দ্বিতীয়া হয়েছে।

“সুঃ পূজায়াম্ “(১।৪।৯৪) – এই সূত্রানুসারে পূজা(প্রশংসা রূপ অর্থ) দ্যোতিত হলে সু কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন – সু সিক্তম্।

“কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে” (২।৩।৫) – গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য দ্বারা নিরন্তর সন্নিকর্ষ বুঝালে কাল ও অধ্ববাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া হয়। যথা- গুণ দ্বারা কালসহ সন্নিকর্ষ – মাসং গুড়ধানাঃ। অধ্ববাচকসহ গুণ দ্বারা – ক্রোশং গিরিঃ।

করণকারক

করণ কারক – “সাধকতমং করণম্” – এই সূত্রানুসারে ক্রিয়া নিষ্পত্তির যে সর্ব প্রধান সহায়ক (সাধকতম) তাকে করণকারক বলা হয়। যথা, রামঃ হস্তেন খাদতি।

“কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া” –এই সূত্রানুসারে করণকারকে তৃতীয়া বিভিক্তি হয়। যেমন – স লেখন্যা লিখতি। অনভিহিত কর্তা ও করণে তৃতীয়া হয়।রামেন বানেণ হত বালী।

“দিবঃ কর্ম চ” (১।৪।৪৩) – দিব্ ধাতুর সাধকতম অর্থ কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। চ কার বলে করণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন – অক্ষান্ অক্ষৈর্বা দিব্যতি। এখানে দিব ধাতুর প্রয়োগে অক্ষান্ পদে তৃতীয়া বিভিক্তি হিয়েছে।

"অপবর্গে তৃতীয়া" (২।৩।৬) – ফলপ্রাপ্তির পর ক্রিয়া সমাপ্তি বোঝালে তাকে অপবর্গে বলে। অপবর্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।যেমন– রামঃ মাসেন কাব্যম্ অপঠৎ। এই উদাহরণে সে এক মাস ধরে কাব্য পাঠকরেছেও ফলপ্রাপ্তি করেছে তাইতৃতীয়া বিভক্তি হয়ে মাসেন হয়েছে। অপবর্গ দ্যোতিত হলে কাল ও অধ্ববাচক শব্দের উত্তর অত্যন্তসংযোগে তৃতীয়া হয়।যথা, অহ্না ক্রোশেন বা অনুবাকোঽধীতঃ।

"যেনাঙ্গবিকারঃ" (২।৩।২০) – যে অঙ্গ বিকৃত বিকৃত হওয়াতে অঙ্গবিকার অর্থাৎ অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই বিকৃত অঙ্গের বাচক শব্দে তৃতীয়া হয়। যেমন অক্ষ্ণা কাণঃ এই উদাহরণে অক্ষিরূপ অঙ্গের বিকার লক্ষিত হয়েছে তাই অক্ষিতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

"ইত্থম্ভূতলক্ষণে" (২।৩।২১) - এই সূত্রানুসারে লক্ষণ বাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া হয়। অর্থাৎ কোন প্রকার বস্তুর যা পরিচায়ক তদ্বাচকের উত্তর তৃতীয়া হয়। যেমন – জটাভিস্তাপসমদ্রাক্ষম্। তাপসত্ব এ অন্য ব্যক্তি হতে ভেদ রয়েছে আর এই ভেদযুক্ত লক্ষণ হল জটা। তাই 'জটা' পদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। জটা দ্বারা তাপস তা জানা যায়, সুতরাং জটা দ্বারা জ্ঞাপ্য যে তাপসত্ব ইনি সেই তাপসত্ববিশিষ্ট।

"হেতৌ" (২।৩।২৩) – এই সূত্র বলে হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভিক্তি হয়। যেমন, শোকেন ক্রন্দতি– শোকের হেতু বা শোকের কারণে কাঁদছে তাই তৃতীয়া বিভক্তি হয়ে শোকেন হয়েছে।

সম্প্রদান কারক

সম্প্রদান কারক - "কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্" – এই সূত্রানুসারে কর্তা দানক্রিয়ার কর্মদ্বারা যাকে সম্বন্ধযুক্ত করতে ইচ্ছা করে তা সম্প্রদান কারক। যেমন – রামঃ দরিদ্রায় ধনং যচ্ছতি।

"রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ" (১।৪।৩৩) – রুচ্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ অর্থ সম্প্রদান হয়। অর্থাৎ রুচ্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে প্রীত ব্যক্তিতে সম্প্রদান কারক হয়। যেমন – 'বালকায় রোচতে মোদকঃ', এখানে রোচতে এই রুচ্ ধাতুর প্রয়োগে বালকায় পদে সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে।

"ধারেরুত্তমণঃ" (১।৪।৩৫) – এই সূত্রানুসারে ধারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণ সম্প্রদান কারক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 'স তুভ্যং সহস্রং ধারয়তি' – এখানে ধারি ধাতুর প্রয়োগে তুভ্যং এ সম্প্রদান কারক হয়েছে।

"স্পৃহেরীপ্সিতঃ" (১।৪।৩৬) – স্পৃহ্ ধাতুর যোগে কর্তার ঈপ্সিত বস্তু সম্প্রদান কারক হয়। যেমন, 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি' - এখানে স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে পুষ্পেভ্যঃ তে সম্প্রদান কারক হয়েছে।

“ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ” (১।৪।৩৭) – ক্রুধ্, দ্রুহ্, অসূয়ার্থক প্রয়োগে যার প্রতি কোপ হয় তাতে সম্প্রদান হয়। যথা– হরয়ে ক্রুধ্যতি’ – ক্রুধ্ ধাতু প্রয়োগে হরয়ে সম্প্রদান প্রাপ্ত হয়েছে।

“ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ” (২।৩।১৪) – ইতি সূত্রং তুমুনঃ অর্থস্ত তার্দথ্যম্। অর্থাৎ ক্রিয়ার্থক অর্থাৎ ক্রিয়ানিমিত্তক ক্রিয়া উপপদ যার এমন যে স্থানী (অপ্রযুজ্যমান) তুমুন্ (তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু)তার কর্মে চতুর্থী হয়। যেমন– ‘ফলেভ্যো যাতি ফলানি আহর্তুর যাতীত্যর্থঃ’ – ফলেভ্যো যাতি এর অর্থ ফলানি আর্হত্তুং যাতি। এখনে যাতি ক্রিয়া আর্হত্তুং ক্রিয়ার জন্যে অভিপ্রেত। অতএব যাতি ক্রিয়াটি আহরণ ক্রিয়া জন্য। ফলায় যাতি ইত্যস্য অর্থঃ ফলার্থং যাতি অতএব তাদর্থ্যে চতুর্থী ইত্যনেন এব। তুমুন্অন্ত ক্রিয়া আহর্তং অ প্রযুক্ত হওয়াতে তার কর্ম যে ফলানি তাতে চতুর্থী হল।

“তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ” (২।৩।১৫) – ননু তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ ইতি সূত্রে তুমর্থো নাম তাদর্থ্যম্। এই সূত্র দ্বারা কৃৎ– প্রকরণে যে যে প্রত্যয় তুমর্থে বিহিত হয়েছে, সেই সেই প্রত্যয়নিষ্পন্ন ভাবের ক্রিয়ার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, যাগায় যাতি যষ্টুম্ যাতীত্যর্থঃ। যজ এর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয়ের অর্থে ঘঞ্ হওয়াতে ঘঞ্ প্রত্যায়ন্তের উত্তর চতুর্থী হয়েছে। তবে এই সূত্রের বিষয়ে সমান কর্তৃত্ব আবশ্যক। যষ্টুং ও যাতি উভয়ের কর্তা এক।

“নমঃস্বস্তিস্বাহাস্বধালংবষড়্যোগাচ্চ” (২।৩।১৬) - এই সূত্র বলে নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলম্, বষট্ এই সকল শব্দ যোগে চতুর্থী হয়। যেমন – সরস্বত্যৈ নমঃ, প্রজাভ্যঃ স্বস্তি, পিতৃভ্যঃ স্বধা, অগ্নয়ে স্বাহা। সূত্রে উক্ত যোগাচ্চ এই চকার দ্বারা সূত্রাকার অভিপ্রায় করেছেন যে আশীর্বাদার্থে শুধু চতুর্থী হয়।

অপাদান কারক

অপাদান কারকঃ - “ধ্রুবমপায়েহপাদানম্” এই সূত্রানুসারে অপায় বা বিশ্লেষ বোঝালে যেটা ধ্রুব বা অচল তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন – ‘বৃক্ষাৎ পত্রং পততি’।

“ভীত্রার্থাং ভয়হেতুঃ” (১।৪।২৫) - ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুযোগে ভয়ের হেতুটি অপাদান হয়। যথা, চৌরাদ্বিভেতি, চৌরাৎ ত্রায়তে । ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতু যোগে ভয়ের হেতু চৌরাৎ এ পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে ও অপাদান কারক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে।

“আখ্যাতোপযোগে” (১।৪।২৯) – নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ করা বোঝালে উপদেশদানকারী অপাদান কারক হয়। যেমন – ‘ছাত্রঃ শিক্ষকাৎ বিদ্যাং গৃহ্ণাতি’।

“ পরাজেরসোঢ়ঃ” ১।৪।২৬) – ‘পরা- জি’ ধাতুর প্রইয়োগে অসহ্য বস্তুতে অপাদান কারক হয়। ‘অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে গ্লায়তি ইত্যর্থঃ’।

“জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ” (১।৪।৩১) – ইত্যত্র অপাদানমিতি কারকমিতিচাস্তি। জনির্জননম্। ‘জনিকর্তা’ ইত্যস্য অর্থঃ যঃ উৎপত্তেঃ আশ্রয়ঃ সঃ ।এই সূত্রানুসারে ‘জনি’ ধাতুর যে কর্তা তার যে প্রকৃতি অর্থাৎ হেতু বা করণ তাই অপাদান কারক হয়। যেমন, ব্রাহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।

“ভুবঃ প্রভবঃ” (১।৪।৩১) – প্রভবশব্দস্য প্রথমপ্রকাশস্থানম্ ইতি অর্থঃ ‘ধাতুনাম্ অনেকার্থত্বাৎ ইতি প্রাদ্ ভবেতঃ অপি সিদ্ধ্যতি’। ভূ অর্থ ভবনক্রিয়া, ভবনের যে কর্তা তার যে প্রভব অর্থাৎ যার থেকে কোন কিছুর প্রথম প্রকাশ বা আবির্ভাব তাতে অপাদান কারক হয়। যেমন- ‘হিমালয়াৎ গঙ্গা প্রভবতি’ এই উদাহরণ এ গঙ্গার উৎপত্তিস্থল হিমালয় পর্বত তাই ‘হিমালয়’ পদে অপাদান কারক হয়েছে।

বিভাষা গুণেহস্ত্রিয়াম্ (২।৩।২৫) – গুণের অর্থাৎ বিশেষণের হেতু যদি স্ত্রীলিঙ্গ না হয়, তবে সেই গুণের হেতুতে পঞ্চমী হয় বিকল্পে। যেমন, ‘জ্যাড্যাৎ জাড্যেন বা বৃদ্ধঃ’। গুণের হেতু না হয়ে যদি দ্রব্যাদির (বিশেষ্যের) হেতু হলে তখন পঞ্চমী না হয়ে তৃতীয়া হয়। যেমন, ‘ধনেন কুলং’- এখানে তৃতীয়া হয়েছে।

অধিকরণ কারক

“আধারোহধিকরণম্” – যে আধারে কর্তা বা কর্মের ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। যথা – ‘মাতা গৃহে তিষ্ঠতি’।

“সপ্তম্যধিকরণে চ” (২।৩।৩৬) – এই সূত্র বলে অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। আধার তিন প্রকার – ঐকদেশিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক।

ঐকদেশিক অধিকরণ – ‘বনে বসতি’ – বনের একাংশে বাস এই অর্থে এই বাক্যটিতে ‘বনে’ পদটি ব্যবহৃত। তাই এটি ঐকদেশিক অধিকরণ।

বৈষয়িক অধিকরণ – ‘বিদ্যায়াম্ অনুরাগ’ – বিষয় বোঝাতে ‘বিদ্যায়ম্’ পদটি ব্যবহৃত তাই এটি বিষয়াধিকরণ।

অভিব্যাপক অধিকরণ – ‘তিলেষু তৈলম্’ – তিলের সর্বত্র তৈল এই অর্থে ‘তিলেষু’ পদটি ব্যবহৃত তাই এটি অভিব্যাপক অধিকরণ।

সূত্রে যে ‘চ’ কার আছে তার তাৎপর্য হল দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দের উত্তর ও প্রাতিপদিকার্থে সপ্তমী হয়। যথা, ‘বনস্য দূরে অন্তিকে বা’। এছাড়াও সাধু অসাধু শব্দের প্রয়োগে সপ্তমী হয়। যথা, ‘সাধুঃ কৃষ্ণো মাতরি’। আবার কর্মের সহিত যদি নিমিত্তের যোগ থাকে, তবে সেই নিমিত্তবোধক শব্দের উত্তর ও সপ্তমী হয়।যথা, ‘চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরং’ চর্মের নিমিত্ত হাতিকে হত্যা করা হল, তাই সপ্তমী হয়েছে। আবার কতগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে যেমন– ‘ইন্’ প্রত্যয়ের বিষয় যে ‘ক্ত’ প্রত্যয়ান্ত তার কর্মে সপ্তমী হয়। যথা, অধীতী ব্যাকরণ। কাল ও অধ্ববাচক কর্মে ‘ইন্’ যোগে সপ্তমী হয় না অর্থাৎ ‘মাসে অধীতে ব্যাকরণে’ না হয়ে হবে ‘মাসম্ ব্যাকরণে’।

যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্ (২।৩।৩৭) – যার ভাব বা ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কাল নির্ণীত হয়, তাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। অর্থাৎ যার ক্রিয়াদ্বারা অন্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তার উত্তর সপ্তমী হয়। যেমন – ‘সূর্যে উদিতে পদ্মং প্রকাশতে’। এই উধরণে সূর্য উঠার সাথে পদ্মের প্রকাশ পায় তাই এখানে ভাবে সপ্তমী হয়েছে।

“যতশ্চ নির্ধারণম্”– এই সুত্রে বলা হয়েছ যে গুণ, জাতি,ক্রিয়া বা সংজ্ঞা দ্বারা সমুদায় থেকে একাংশকে পৃথক করাকে নির্ধারণ বলে। যেমন, গোষু কৃষ্ণা বহুক্ষীরা। নির্ধারণ করা হলে সমুদায়ে ষষ্ঠী অথবা সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, নৃণাং বা নৃষু ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ – এই উদাহরণে ব্রাহ্মণ জাতি (সমুদায় মনুষ্য জাতি থেকে) শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হওয়ায় সমুদায় অর্থাৎ ‘ নৃ’ তে (ষষ্ঠী বিভিক্তি) নৃণাং বা নৃষু (সপ্তমী বিভক্তি) দুই হবে।

ষষ্ঠী চানাদরে (২।৩।৩৮) – অনাদর বোঝালে, যাকে অনাদর করা হয় এই সূত্র বলে তাতে ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, রুদতঃ প্রাব্রীজীৎ পিতা’ অত্র পুত্রে স্বাভাবিকত্বাৎ তম্ রোরুদমানং দৃষ্টা পিতা স্নেহাৎ তাং পরিত্যজ্য, পুত্রং প্রতি পিতু অনাদরো বোধ্যতে, অতএব অত্র ষষ্ঠী ‘চানাদরে’ ইতি সূত্রাণাত্র ষষ্ঠী ভবতি। আবার রুদতি পুত্রে (সপ্তমী বিভক্তি) বা রুদতি পুত্রস্য পিতা জগাম। এই উদাহরণে ক্রন্দনরত পুত্র কে অনাদর করায় অনাদার পুত্র পদে ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হবে।

ষষ্ঠী

ষষ্ঠী শেষে (২।৩।৫০) –এই সূত্রটি’ ষষ্ঠী’ বিভক্তি বিধায়ক। কারক ও প্রাতিপদিকার্থ ভিন্ন অবশিষ্ট স্থলে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভিক্তি হয়। অর্থাৎ যা বলা হয়েছে, তাছাড়া যা অবশিষ্ট আছে, তা শেষ। কর্মকারক থেকে প্রাতিপদিকার্থ পর্যন্ত সম্বন্ধাদি পূর্বে বলা হয়েছে; তদতিরিক্ত যে স্বস্বামিভাবাদি

সম্বন্ধ তাকে শেষ বলে, তাতে ষষ্ঠী হয়। যথা, রাজ্ঞঃ পুরুষঃ। এখানে শেষে বা সম্বন্ধে ষষ্ঠী। সম্বন্ধটি রাজা এবং পুরুষ উভয়ে থাকাতে ষষ্ঠী হয়েছে।

ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে (২।৩।২৬) – হেতু শব্দ প্রয়োগে হেতুবাচক শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, 'অন্নস্য হেতোঃ।

এনপা দ্বিতীয়া (২।৩।৩১) – এনপ্ প্রত্যয়ান্ত যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ। এনপা ইতি যোগবিভাগাৎ। 'এনপা' এরূপ বিভাগ কার সূত্র পাঠে ষষ্ঠী ও হয়। যথা, দক্ষিণেন গ্রামং গ্রামস্য বা। এই উদাহরণে দ্বিতীয়াযোগে হয়েছ, দক্ষিণেন গ্রামং এবং ষষ্ঠীযোগে হয়েছে দক্ষিণেন গ্রামস্য।

দুরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যন্তরস্যাম্ (২।৩।৩৪) – দূরার্থৈকঃ অন্তিকার্থৈশ্চ শব্দর্যোগে যঃ যুক্তঃ তস্মাৎ ষষ্ঠী পঞ্চমী বা ভবতি ইত্যেতৎ দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠন্ততরস্যাং ইতি সূত্রস্যার্থঃ। যথা, গ্রামাদ্ বা দূরেন, দূরং, দূরাৎ বা অবনেজনং কর্ত্তব্যম্। ইহ গ্রামাদ্ গ্রামস্য বেতি পদ্বদয়ে পঞ্চমী ষষ্ঠী বেতি 'দূরান্তিকার্থৈঃ' ইত্যাদিনা সূত্রেণ ভবতি।

কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি (২।৩।৬৫) – এই সূত্রানুসারে কৃদন্ত পদযোগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী হয়।যথা, কৃষ্ণস্য কৃতিঃ।

ক্তস্য চ বর্ত্তমানে (২।৩।৬৭) – বর্তমান কালে বিহিত ক্ত প্রত্যয় যোগে ষষ্ঠী হয়।যথা, 'এতৎ মম মতম্'।

রঘুবংশম্ মহাকাব্যম্ – ঊনবিংশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যটিতে রঘুর বংশ অর্থাৎ রঘুবংশের খ্যাত- অখ্যাত নৃপতি বর্গের চরিত্র বর্ণনাই এই কাব্যের উপজীব্য। কবি কালিদাস এই মহাকাব্যে খ্যাত কীর্তি রাজা দিলীপ থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ইক্ষাকু বংশের আঠাশ জন রাজার জীবনী, কার্যকলাপ, বীর্যগাথা এবং তৎসহ প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় ও উপস্থাপিত করেছেন।

এই মহাকাব্যের ১৯ টি সর্গের মধ্যে – প্রথম সর্গে অর্ধনারীশ্বর পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা রঘুবংশের বন্দনা এবং রঘুবংশের ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় থেকে অষ্টম সর্গ এর বর্ণিত বিষয় হল – দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রামচন্দ্র এই পাঁচজন রাজার কাহিনী।

নবম থকে দশম সর্গে রাবণ নিধনের বিষ্ণুর রাম অবতাররূপে আবির্ভাবের বার্তা বর্ণিত হয়াছে।

একাদশ থেকে থেকে পঞ্চদশ সর্গের বর্ণিত বিষয় হল – রামচরিত। রামের কৈশর জীবন থেকে শুরু করে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ সর্গে রয়েছে লব-কুশ থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত রাজাদের পরিচয়। বাকি তেইশ জন রাজার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লিখিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুঃ – অপুত্রক রাজা দিলীপ কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশে তাঁর আশ্রমের কামধেনু নন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হন। নন্দিনীর বরে রাজা, পুত্র রঘুকে লাভ করেন। রঘুর রাজ্যাভিষেক, দিগ্বিজয়, বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, রঘুর পুত্র অজের জন্ম, অজ ইন্দুমতির পরিণয়, দশরথের সিংহাসন লাভ, দশরথের পুত্র লাভ, রামসীতার পরিণয়, রামের রাজ্যাভিষেক, বনগমন, রাবণবধ, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, লোকাপবাদহেতু সীতা-নির্বাসন, সীতার পুত্রপ্রাপ্তি, সীতার পাতাল প্রবেশ, কুশের রাজ্যভার গ্রহণ, কুশপুত্র অতিথির জন্ম ও রাজ্যাভিষেক এবং পরবর্তী একবিংশতি রাজার রাজত্বের কাহিনী এর বিষয়বস্তু। শেষ সর্গে অগ্নিবর্ণের ভোগাসক্ত জীবনের চরম পরিণতি বর্ণনা করে কবি জীবনের কদর্যতার মধ্যে মহতী বিনষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন।

'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রধান উৎস রামায়ণ।এছাড়াও এই মহাকাব্যটির কাহিনী মহাভারত, কথাসরিৎসাগর এবং পুরাণে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। এই কাব্যের সূচনায় কবি তাঁর পূর্বসূরিদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। এই মহাকাব্যের প্রতিটি সর্গই ঘটনা বৈচিত্র্যে অভিনব ও আকর্ষণীয়। তকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন, ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিবোধ, রাজতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি বহু বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে রঘুবংশ সস্কৃত মহাকাব্য জগতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ, নদী-গিরি-নগরীর চিত্র, রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় এবং ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার আলেখ্য চিত্রণাবসরে কবি বিবিধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন।

রঘুবংশের চল্লিশটির ও বেশি টীকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে মল্লিনাথের সঞ্জীবনী টীকা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। অন্যান্য টীকাকারগণ হলেন হেমাদ্রি, দক্ষিণাবর্তনাথ, ভরতসেন, অরুণগিরিনাথ, ভরত মল্লিক, ভবদেব মিশ্র, চরিত্রবর্ধন প্রভৃতি।

রঘুবংশম্" মহাকাব্যের উৎস রামায়ণ হলেও মহাকবি কালিদাস ঘটনার বৈচিত্র্যে, ভাষার সৌন্দর্যে এবং উপমার সংমিশ্রণে কাব্যটিকে একান্তি নিজস্ব করে তুলেছেন। প্রকৃতির বর্ণনা, মননীয় প্রেম, সততা এবং ন্যায় নিষ্ঠার মহিমা প্রভৃতি বহুবিধ বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে "রঘুবংশম্" মহাকাব্যটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

Name of Course: 1st Semester B.A (PROGRAM)

ভট্টিকাব্যম্ - ভট্টি বা ভর্তৃহরি রচিত 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য' কালিদাসোত্তর যুগের অপর এক বিখ্যাত মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের প্রণেতা ভর্তৃহরি শতকত্রয় প্রণেতা এবং বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি থেকা স্বতন্ত্র। ভট্টিকাব্য বা রবণবধ বা রামচরিত নামক কাব্যটি বাইশটি সর্গে বিভক্ত।কাব্যের মূল উপজীব্য হলো রামায়ণের কাহিনী। তবে ভট্টিকাব্যে কেবলমাত্র রামায়ণের কাহিনীই বর্ণিত হয়নি তার সঙ্গে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শেখানো হয়েছে।এই কারণে এই কাব্যটি শাস্ত্রকাব্যের অন্তর্ভূক্ত। এই মহাকাব্যের বাইশটি সর্গ আবার চারটি কাণ্ডে বিভক্ত যথা, ১) প্রকীর্ণ কাণ্ড ২) অধিকার কাণ্ড ৩) প্রসন্ন কাণ্ড এবং ৪) তিঙন্ত কাণ্ড।

১)প্রকীর্ণ কাণ্ডে প্রথম সর্গ থেকে পঞ্চম সর্গ রয়েছে। এই কাণ্ডের পাঁচটি সর্গের নাম – প্রথম সর্গ–শ্রীরাম সম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ-সীতাপরিণয়, তৃতীয় সর্গ-শ্রীরামপ্রবাস, চতুর্থ সর্গ–ত্রিমূর্ধারাক্ষসবধ,পঞ্চম সর্গ – সীতাহরণ। এই কাণ্ডের বর্ণিত বিষয় অযোধ্যার রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ পুত্র লাভ থেকে শুরু করে সীতাহরণ পর্যন্ত কাহিনী।

২)অধিকার কাণ্ড এ ষষ্ঠ থেকে নবম সর্গ রয়েছে। এই কাণ্ডের চারটি সর্গের নাম যথা, ষষ্ঠ সর্গ- সুগ্রীবাভিষেক, সপ্তম সর্গ- সীতান্বেষণ, অষ্টম সর্গ- অশোকবনিকাভঙ্গ, নবম সর্গ- মারুতিসংযম। এই কাণ্ডের বিষয়বস্তু মারীচবধ, সুগ্রীব সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ও বালীবধ, সীতা-অন্বেষণ, অশোকবন ধ্বংস ও রাবণের হনুমান মারার নির্দেশ।

৩)প্রসন্ন কাণ্ড – দশম সর্গ থেকে ত্রয়োদশ সর্গ রয়েছে। এই কাণ্ডের চারটি সর্গের নাম যথা, দশম সর্গ-সীতাভিজ্ঞান দর্শন, একাদশ সর্গ – লঙ্কাগত প্রভাত, দ্বাদশ সর্গ - বিভীষণাগমন ও ত্রয়োদশ সর্গ -সেতুবন্ধন। এই কাণ্ডের বর্ণিত বিষয় হনুমানের সীতাদেবীর অভিজ্ঞান নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে বৃত্তান্ত উপস্থাপন থকে শুরু করে বানরসেনা দ্বারা রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত।

৪)তিঙন্ত কাণ্ড – চতুর্দশ সর্গ থেকে দ্বাবিংশ সর্গ পর্যন্ত রয়েছে। এই কাণ্ডের নয়টি সর্গের নাম যথা, চতুর্দশ সর্গ – শরবন্ধ, পঞ্চদশ সর্গ – কুম্ভকর্ণবধ, ষোড়শ সর্গ – রাবণ বিলাপ, সপ্তদশ সর্গ রাবণ বধ, অষ্টোদশ সর্গ – বিভীষণবিলাপ,ঊনবিংশ সর্গবিভীষণাভিষেক, বিংশ সর্গ সীতাপ্রত্যাখ্যান, একবিংশ সর্গ সীতাসংশোধন, দ্বাবিংশ সর্গ – অযোধ্যা প্রত্যাগমন। এই কাণ্ডের বর্ণিত বিষয় হল রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ থেকে শুরু করে অযোধ্যা প্রত্যাগমন।

এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হল দশরথের কাহিনী থেকে শুরু করে রামকর্তৃক রাবণ-বধ এবং সস্ত্রীক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা।ভট্টিকাব্যের কুড়িটির বেশী টীকা রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্বপ্রথম টীকাকার হলেন জয়মঙ্গল, টীকার নাম জয়মঙ্গলা এছাড়াও নারায়ণ কৃত টীকা ভট্টিবোধিনী, প্রখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ কৃত সর্বপ্রথীন ইত্যাদি।

Name of Course: 4th Semester B.A (Hons.)

সমাস – সংখ্যা বংশ্যেন(২।১।১৯) – বংশধর বাচক শব্দের সঙ্গে সংখ্যা বাচক শব্দের সমাস হয়। বংশ দ্বিবিধ – বিদ্যাগত ও জন্মগত।‘সংখ্যা বংশ্যেন’ সূত্র দ্বারা বংশ শব্দের সঙ্গে সংখ্যা শব্দের অব্যয়ীভাব সমাস হয়। এই ‘বংশ’ জন্মগত অথবা বিদ্যাগত হতে পারে। পুত্র-পৌত্র পরম্পরায় যে প্রবাহ চলে তা সাধারণতঃ বংশ বলে অভিহিত। আবার একই বিধ্যার অনুগামী রূপে শিষ্য-প্রবিশ্য-পরম্পরায় যে বিদ্যা-প্রবাহ চলে তা এই সমাসের ক্ষেত্রে বংশ’ বলে অভিহিত। এই বংশ এর সহিত সংখ্যা বাচক শব্দের সমাস হয়, যা অব্যয়ীভাব সমাস। যেমন- জন্মগত বংশের উদাহরণ – একবিংশতিভারদ্বাজম্ - ‘একবিংশতিঃ ভারদ্বাজাঃ’। বিদ্যাগত বংশের উদাহরণ – ‘দ্বৌ মুনী বংশ্যৌ’ = দ্বৌমুনী।

Name of Course: 5th Semester B.A Hons & Program

সাহিত্যদর্পণঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ

সাহিত্যদর্পণ গ্রথটি সংস্কৃতের একটি অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।গ্রন্থটির রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ। অলঙ্কার শাস্ত্রের আদি স্রষ্টা হলেন ভরতমুনি। সাহিত্য দর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয় নাটকের কাব্যত্ব এবং নাটক সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব। এই সাহিয়ত দর্পণের ষষ্ট পরিচ্ছেদে কবিরাজ বিশ্বনাথ দেখিয়েছেন কাব্য, দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দুই প্রকার। নাটকগুলি দৃশ্যকাব্যভুক্ত।মঞ্চে পাত্র–পাত্রীরা যে অভিনয় প্রদর্শন করে থকেন তা দর্শনের দ্বারা দর্শকেরা রস আস্বাদন করেন, তাই দৃশ্যকাব্য। বিশ্বনাথের মতে দৃশ্যকাব্যটি রূপক। তার সংজ্ঞা করেছেন, ‘তদ্রূপারোপাত্তু রূপকম্”। রূপের আরোপ করা হয় বলে এটি রূপক।অর্থাৎ নট–নটীদের উপর অভিনেয় চরিত্রদের স্বরূপ আরোপিত হয় বলেই দৃশ্য কাব্যকে রূপক বলেছেন। এই রূপকের দশটি ভেদ যথা– নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার ,ডিম, ঈহামৃগ, অংক, বীথী ও প্রহসন।(উল্লেখ্য এই ভেদের স্রষ্টা সাহিত্যদর্পণকার নন)

রূপকস্য ভেদানাহ – “নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।

ঈহামৃগাংকবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকানি দশ”।।

রূপকের এই দশটি ভেদের মধ্যে নাটক অন্যতম। কবিরাজ এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রথমে তিনি দৃশ্যকাব্যের স্বরূপ বিশ্লেশণের সাথে সাথে শ্রব্যকাব্য, কাব্য,মহাকাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ, তথা খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, কথা আখ্যায়িকা, চম্পূকাব্য, বিরুদ ও করম্ভকের আলোচনা করেছেন।

নাটকের লক্ষণ

নাটকের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন "নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।

নাটকের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – ১)নাটকের বৃত্তান্ত রামায়ণ ইত্যাদির ন্যায় পুরাণ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ অথবা লোকবিশ্র্যত হবে। নাটকে পাঁচপ্রকার সন্ধি থাকবে যথা, মুখ সন্ধি, প্রতিমুখ সন্ধি, গর্ভসন্ধি বিমর্ষ সন্ধি এবং নির্বহণ সন্ধি।

২) সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি দেখাতে হবে এবং শৃঙ্গার-করুণাদি নানারসে পূর্ণ থাকলে তা নাটক নামে অভিহিত হবে। নাটকে পাঁচ থেকে আরম্ভ করে দশটি অংক থাকতে হবে। পাঁচের কম বা দশের হলে নাটক হবে না।

৩) নাটকের নায়ক হবে যার বংশ সুপ্রসিদ্ধ, যিনি ঋষিজনোচিত বহু গুণের অধিকারী, ধীরোদাত্ত ও প্রতাপশালী দিব্য অথবা দিব্যাদিব্য এরূপ গুণবান্ ব্যক্তি।

৪)শৃঙ্গার, বীররস, শান্ত্রস এদের মধ্যে যে কোন একটি নাটকে প্রধান রস হবে, অন্য রসগুলি অধীন্রূপে থাকবে।

৫) নাটকে নির্বহণ সন্ধিতে অত্যন্ত অদ্ভুত হবে, এবং প্রধান কার্য্য সাধনে সহায়তা করতে চার পাঁচজন পুরুষ থকবে। নাটকে কতগুলি কার্য মুখসন্ধিতে শেষ হবে, কতকগুলি প্রতিমুখসন্ধিতে শেষ হবে। এছাড়াও অন্যান্য সন্ধিতেও কোন কোন কার্য শেষ হবে। নাটকের বন্ধন ঠিক গোপুচ্ছের মত হবে, অর্থাৎ অঙ্কগুলি ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হবে।

৬)কতগুলি বিষয় নাটকে একেবারে নিষিদ্ধ যেমন – ক) দূর থেকে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, দেশ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, মৃত্যু, শাপদান, সুরতক্রিয়া, শয়ন ইত্যাদি। স্নানে চন্দনাদির অনুলেপন, নগরাদির অবরোধকার্য বিষয়ের বর্ণনা নিষিদ্ধ। অংক অতি দীর্ঘ হবে না।

মহাকাব্যের লক্ষণ –

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।।

সদ্ববংশ ক্ষত্রিয়ো ব্যাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ।

একংশভবা ভুপাঃ কুলজা বহবোহপি বা।।

কবিরাজ মহকাব্যের লক্ষণ বলেছেন – যে পদ্যময় কাব্যবিশেষ সর্গ নামে পরিচ্ছেদ বিশেষে যুক্ত তাকে 'মহাকাব্য' বলে। মমাকাব্যের নায়ক হবেন ধীরোদাত্তগুণ যুক্ত সদ্‌বংশজাত কোন ক্ষত্রিয় বা একই বংশোদ্ভূত কুলীন রাজা। মহাকাব্যের অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার, বীর, বা শান্ত রসএর মধ্যে যে কোন একটি। অন্যান্য সমস্ত রসই মহাকাব্যের অঙ্গরস রূপে হবে। মহাকাব্যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বগের বিষয় বর্ণিত হবে এবং তার মধ্যে একটি বর্গের বিষয় প্রধান ফলরূপে বর্ণিত হবে। মহাকাব্যের প্রারম্ভে আর্শীবাদ, নমস্কার বস্তু নির্দেশ ইত্যাদি থাকবে। মহাকাব্যের প্রতি সর্গ একই ছন্দে রচিত হবে। তবে সর্গের শেষ সর্গ শ্লোকটি অন্য ছন্দে নিবদ্ধ হবে। অধ্যায় বা অংশ বিশেষের নাম হবে সর্গ। মহাকাব্যে আটটির অধিক সর্গ হবে তবে তা ত্রিশের বেশী যেন না হয়। এবং বর্ণিত বিষয় নাতিহ্রস্ব ও নাতিদীর্ঘ হবে। কোন কোন সর্গে নানাবিধ ছন্দের মিশ্রণ ও দেখা যায়। প্রতিটি সর্গের শেষে ভাবী সর্গের বিষয় সূচিত হবে। মহাকাব্যের সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, মধ্যাহ্ন, সাগর, বন, বিবাহ, মন্ত্রণা, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় সহকারে বর্ণিত হবে।কবির অথবা কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত্র বা কাব্যে বর্ণিত অন্যকারও নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হবে। সর্গে বর্ণিত বিষয়বস্তু অনুসারে প্রতিটি সর্গের নামকরণ হবে। মহাকাব্যের রচয়িতা কোন ঋষি হলে তার সর্গগুলিকে 'আখ্যান' বলা হইয়, যেমন – 'মহাভারত'। মহকাব্য যদি প্রাকৃতভাষায় রচিত হয় তাহলে তার সর্গগুলিকে 'আশ্বাস' বলা হয়। যেমন – 'সেতুবন্ধ'। মহাকাব্য 'অপভ্রংশ' ভাষায় নানা ছন্দেও সন্নিবেশিত হবে। উদাহরণ – 'কর্ণপরাক্রম'।